Vol. 38 | No. 2 | 1995

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

# অর্থবিজ্ঞানের ভূমিকা

| | |
|---|---|
| Volume | 38 |
| Issue | 2 |
| Year | 1995 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | আকিমুন রহমান |
| Published online | February 1, 1995 |
| DOI | 10.62328/sp.v38i2.9 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v38i2.9 |
| Pages | 169-182 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

সাহিত্য পত্রিকা
৩৮ বর্ষ : সংখ্যা ২

Check for updates

# অর্থবিজ্ঞানের ভূমিকা

আকিমুন রহমান

ভাষার চতুস্তরের অন্যতম অর্থ। এই অর্থস্তরের শৃঙ্খলা উদঘাটনের বিদ্যাকেই 'অর্থবিজ্ঞান' নামে অভিহিত করা হয়েছে বর্তমান নিবন্ধে। নানা পরিভাষা প্রচলিত থাকলে Semantics-এর বাংলা হিসেবে 'অর্থবিজ্ঞান' প্রচলনের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে এখানে। পাশাপাশি আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অর্থ অনুসন্ধানের ভ্রান্তি; অর্থের স্বরূপ; অর্থবিজ্ঞানের সঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক প্রভৃতিও প্রবন্ধে বিবেচিত হয়েছে।

গবেষক

ভাষার চারটি স্তর রয়েছে; এগুলো হচ্ছে ধ্বনি, রূপ বা শব্দ, বাক্য ও অর্থের স্তর। ভাষার প্রথম স্তর তিনটি যতটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চতুর্থটি, অর্থস্তরটি, ততটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। ভাষার অর্থস্তরটির শৃঙ্খলা উদঘাটনের বিদ্যা বা বিজ্ঞানের নাম *সিম্যানটিক্স* বা অর্থবিজ্ঞান। বাঙলায় 'পুনরুক্ত', বাগর্থ; 'শব্দার্থ,' 'অর্থতত্ত্ব' প্রভৃতি পরিভাষা প্রচলিত রয়েছে, তবে 'অর্থবিজ্ঞান' নামটিই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। হুমায়ুন আজাদ [১৯৮৮ : ১৫০] বলেছেন : 'শব্দার্থ বললে শুধু শব্দের অর্থ বোঝায়, কিন্তু 'অর্থবিজ্ঞান' শুধু শব্দভিত্তিক নয়; আর 'বাগর্থ' বললে 'বাক' ছাড়া আরো বিষয়ের অর্থ রয়েছে, সে-কথা মনে পড়ে।' ফরাসিতে মিশেল ব্রেয়াল ১৮৯৩-এ প্রথম ব্যবহার করেন Semantirue শব্দটি; ইংরেজিতে Semantics শব্দটি ব্যবহৃত হয় ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে, Semantique ও Semantics বোঝায় 'অর্থের বিজ্ঞান', তাই বাঙলায় অর্থবিদ্যা বোঝানোর জন্য 'অর্থবিজ্ঞান' নামটিই গ্রহণযোগ্য। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায়-'অর্থ' ও 'বিজ্ঞান' শব্দের সমাস করেই এ বিদ্যার নামকরণ করা হয়েছে; যেমন জর্মনে Bedeutungslehre, ওলন্দাজে Betekenisleer, নরওয়েজিতে Betydningsluare, হাঙ্গেরীয়তে Jelentestan উলম্যান [১৯৫১ : ১৯৬৭, ৪১]। অর্থবিদ্যার নাম হিশেবে Semantics শব্দটির পাশাপাশি আরো কিছু নামও প্রস্তাবিত হয়েছিলো; যেমন Sematology, semology, semasiology; কিন্তু Semantics নামটিই শেষে অর্থবিদ্যার নাম হিশেবে গৃহীত হয়। তবে এ-নামটি গৃহীত হতে সময় লাগে। ১৯২৩ সালে বেরোয় সি কে অগডেন ও আই এ রিচার্ডস-এর বিখ্যাত বই *The Meaning of Meaning*; এ-বইয়ের ভেতরে কোথাও Semantics শব্দটি ব্যবহৃত হয় নি।

অর্থবিজ্ঞানের ইংরেজি নামটির বয়স এক শতাব্দী হলেও অর্থ উদঘাটনের চেষ্টা চলে আসছে কয়েক হাজার বছর ধরে। প্রাচীন বেদ-এর শব্দের নির্দেশ করেছিলেন যাস্ক (খ্রি. পূ ৮০০-৭০০) তাঁর "নিরুক্ত" গ্রন্থে। প্রাচীন কাল থেকেই অভিধান প্রণেতারা, বুৎপত্তিবিদেরা শব্দের অর্থ নির্ণয়ের চেষ্টা করে আসছেন; আর ব্যাকরণবিদেরা অর্থকেই তাঁদের বর্ণনার প্রধান মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করেছেন। তবে বিশ শতকে সাংগাঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের উদ্ভবের সময় থেকে অর্থবিজ্ঞান অবহেলার বিষয় হয়ে ওঠে; তাঁরা মনে করেন যে ধ্বনি ও রূপ যেমন পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনা করা সম্ভব, অর্থ তেমনভাবে পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনা সম্ভব নয়; তাই অর্থবিজ্ঞান ভাষাবিজ্ঞানের একটি অবহেলিত শাখা হয়ে থাকে।

### ১. ১ আচরণবাদ ও অর্থবিজ্ঞান

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য ছিলো ভাষার পর্যবেক্ষণ-সম্ভব উপাত্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে সংগ্রহ ও বর্ণনা করা; অর্থ পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয় বলে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা

অর্থকে তাদের ভাষাবর্ণনার বাইরে রাখার চেষ্টা করেছেন। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রধান ধারা হচ্ছে মার্কিন ধারা, যে-ধারার প্রধান নিয়ন্ত্রক লিওনার্দ ব্লুমফিল্ড। তিনি তাঁর বিখ্যাত *Language* (১৯৩৩) গ্রন্থে মনস্তত্ত্ববিদ জে বি ওয়াটমনের আচরণবাদকে গ্রহণ করেন; এবং আচরণবাদ গ্রহণের ফলেই ভাষাবিজ্ঞান থেকে অর্থবিজ্ঞান অনেকটা বহিষ্কৃত হয়ে যায়। আচরণবাদের মূলকথা হচ্ছে, 'উদ্দীপক' ও 'সাড়া' ধারণা দুটির সাহায্যে মানবাচরণের সমস্ত সূত্র উদঘাটন করা সম্ভব। ব্লুমফিল্ড এটা প্রয়োগ করেন ভাষার ক্ষেত্রে, ভাষাও তাঁর মতে এক ধরনের আচরণ। ব্লুমফিল্ডের [১৯৩৩ : ২০] কাছে কোনো ভাষিক রূপের অর্থ হচ্ছে 'যে-পরিস্থিতিতে বক্তা ওই রূপটি উচ্চারণ করে এবং শ্রোতার মধ্যে সেটি যে-সাড়া বা প্রতিক্রিয়া জাগায়।' অর্থাৎ তাঁর কাছে পরিস্থিতিই হচ্ছে অর্থ।

ব্লুমফিল্ড অর্থ সম্পর্কে তাঁর মত প্রকাশ করেছিলেন জ্যাক ও জিলের গল্প ও যে-গল্পের আচরণবাদী ভাষ্যের সাহায্যে। জ্যাক আর জিল হাঁটছিলো, তখন জিলের ক্ষুধা পায়, সে দেখে গাছে আপেল ঝুলছে, জ্যাককে সে আপেল পেড়ে আনতে বলে, জ্যাক আপেল পেড়ে এনে জিলকে দেয়, জিল আপেল খায়। জিল যদি একা থাকতো তাহলে সে প্রথমে একটি উদ্দীপক (উ) দিয়ে উদ্দীপ্ত হতো, যা তার মধ্যে একটি সাড়া (সা) সৃষ্টি করতো, অর্থাৎ সে নিজেই আপেল পাড়তো। এ-ব্যাপারটি নিচের চিত্রের সাহায্যে দেখানো যায় :

উ ——————> সা

তবে জিলের সাথে জ্যাক ছিলো এবং তাদের সম্পর্ক ভালো বলে উদ্দীপকটি জিলের মধ্যে ঠিক (সা) সৃষ্টি না করে তার বদলে সৃষ্টি করে একটি ভাষিক সাড়া। ভাষিক সাড়া বোঝানোর জন্যে আমরা ব্যবহার করতে পারি র্সা প্রতীকটি, জিলের ভাষিক সাড়ার ধ্বনি তরঙ্গ বাতাসে ভেসে আঘাত করে জ্যাকের কানের পর্দায়, এটা তার জন্যে কাজ করে ভাষিক উদ্দীপক রূপে। ভাষিক উদ্দীপকের প্রতীক হিশেবে আমরা ব্যবহার করতে পারি র্উ-কে। এ-ভাষিক উদ্দীপক তাকে উদ্দীপ্ত করে একটি বাস্তব কাজ করতে, জ্যাক সাড়া দেয় বাস্তবভাবে (সা)। সম্পূর্ণ ব্যাপারটিকে বোঝানো যায় নিচের চিত্রের সাহায্যে :

উ ——————> র্সা ..... র্উ ——————> সা

ব্লুমফিল্ডের মতে অর্থ হচ্ছে উক্তি (ওপারের চিত্রের র্সা ..... র্উ অংশ) এবং তাঁর আগের (উ) ও পরের (সা) বাস্তব ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক [দ্র. পামার ১৯৭৬,

১৯৮১ : ৫৬-৫৭]। অর্থাৎ তিনি অর্থ বলতে বুঝেছেন উক্তির সাথে সম্পর্কিত সমস্ত বাস্তব ঘটনাকে; তবে তিনি ভুল করেছেন এখানেই।

অর্থ সম্পর্কে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে ব্লুমফিল্ড দুটি ভুল করেছিলেন। তাঁর প্রথম ভুলটি হচ্ছে তিনি কোনো উক্তির অর্থ বলতে বুঝেছিলেন ওই উক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বাস্তব ঘটনা আর বক্তা ও শ্রোতার জীবনের পুরো ইতিহাসকে। তাঁর দ্বিতীয় ভুলটি হচ্ছে তিনি মনে করেছিলেন অর্থ বিজ্ঞানসম্মতভাবে বর্ণনা করতে হলে আগে ভাষার প্রতিটি শব্দের অর্থ রসায়নবিদ্যার *ফর্মুলার* মতো বৈজ্ঞানিকভাবে বর্ণনা করে নিতে হবে। ভাষা তাঁর কাছে ছিলো 'বিকল্প সাড়া'; তাই যে-সব জিনিস মানুষকে উদ্দীপ্ত করে সেগুলোকে আগে বৈজ্ঞানিকভাবে সংজ্ঞাবদ্ধ করে নেয়া দরকার বলে তিনি মনে করেছেন। অর্থাৎ মহাজগতের সবকিছুকে আগে তন্নতন্ন করে বৈজ্ঞানিকভাবে বর্ণনার পরই শুধু শুরু হতে পারে ভাষার অর্থ-বর্ণনার কাজ। এটা ভুল ধারণা। বৈজ্ঞানিক বর্ণনার যথার্থতা বিজ্ঞানীকে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু তা মানবভাষার সঙ্গে কোনোভাবেই সম্পর্কিত নয়। তাঁর ধারণা যে ভুল তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। আমরা অধিকাংশ মানুষই বিজ্ঞানের বেশি কিছু বুঝি না, জ্ঞানও আমাদের অল্প; কিন্তু আমরা ভাষা ব্যবহার করতে পারি, অন্যের ব্যবহৃত ভাষা বুঝতে পারি। অর্থাৎ অর্থ বোঝার জন্যে মহাজ্ঞান জরুরি নয়। তবে তাঁর আচরণবাদ অর্থবিজ্ঞানের বিকাশকে ব্যাহত করে, কেননা তাঁর অনুসরণে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা অর্থকে ভাষাবিজ্ঞান থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন ভাষা থেকে অর্থ বাদ দিলে যা থাকে, তার বর্ণনা দিতে।

## ১.২ অর্থের অর্থ

ব্লুমফিল্ডের Language (১৯৩৩) বইয়ের দশ বছর আগে সিকে অগডেন ও আই এ রিচার্ডস প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের চমকপ্রদ নামের বই *The Meaning of Meaning* (১৯২৩)। বইটিতে অর্থ সম্পর্কে নানা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন পর্যবেক্ষণ থাকলেও বইটি অর্থ সম্পর্কে বিভ্রান্তিও সৃষ্টি করে। ইংরেজিতে অর্থ বোঝানোর জন্যে দুটি সম্পর্কিত শব্দ রয়েছে: একটি 'meaning', অন্যটি তার সাথে সম্পর্কিত ক্রিয়া 'do mean'। অগডেন ও রিচার্ডস অর্থবিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে খুঁজেছেন 'meaning'-এর 'meaning' সমূহ বা অর্থের অর্থ। 'meaning' বলতে ইংরেজি ভাষীরা কী বোঝে, তাঁরা তা দেখতে চেয়েছেন; এবং তাঁরা এ-শব্দটির বাইশটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁদের কয়েকটি সংজ্ঞা নিচে দেয়া হলো [লিচ ১৯৭৪ : ১]।

an intrinsic property : কোনো-সহজাত গুণ বা বৈশিষ্ট্য; the other words annexed to a word in the dictionary: অভিধানে কোনো শব্দের সঙ্গে অন্য যে-সব শব্দ সংযোজিত থাকে; the connotation of a word : কোনো শব্দের ভাবার্থ; that to which the user of a symbol actually refers : কোনো প্রতীকের ব্যবহারকারী আসলে যার প্রতি নির্দেশ করে।

অর্থের অর্থ সম্পর্কে অগডেন ও রিচার্ডসের এ-তালিকাটি দেয়ার একটি উদ্দেশ্য ছিলো : তাঁরা দেখাতে চেয়েছিলেন যে 'meaning' শব্দটির অর্থ সম্পর্কেই বিভিন্ন মত পোষণ করে ইংরেজি ভাষীরা, এ-সম্পর্কে তারা কোনো স্পষ্ট ধারণা রাখে না, বরং তাদের ধারণা বেশ বিভ্রান্তিকর। তাই তাঁরা মনে করেছেন অর্থ বিজ্ঞানসম্মতভাবে বর্ণনার সময় আসে নি; তবে তাঁরা আশা করেছেন যে জনগণের মধ্যে শিক্ষার আরো বিস্তার যখন ঘটবে, তখন 'চিন্তার ওপর ভাষার প্রভাব ও ভাষিক বিভ্রান্তিজগত অলীক মূর্তিরাশি' দূর হয়ে যাবে। অগডেন ও রিচার্ডসের অর্থ ঘটিত সমস্যার মূলে রয়েছে তাঁদের ভুল ধারণা যে অর্থবিজ্ঞান চর্চা করতে হবে অন্যান্য বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে বা রীতিতে। তাঁরা 'অর্থ'-এর যে-সব 'অর্থ' দিয়েছেন, সেগুলো আসলে হচ্ছে বিভিন্ন দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী, সাহিত্য সমালোচক ও অন্যদের অর্থ সম্পর্কে ভাবনা, যা তাঁরা নিজেদের ভাষায় প্রকাশ করেছেন। বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে এজন্যে যে বিভিন্ন এলাকার বিশেষজ্ঞরা নিজেদের দরকার অনুসারে অর্থ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, অর্থকে নিজেদের মতো করে কেটে নিয়েছেন। একজন দার্শনিক নিজের কাজের জন্যে সত্য-মিথ্যা অনুসারে অর্থের সংজ্ঞা দিতে পারেন, একজন আচরণবাদী দার্শনিক অর্থের সংজ্ঞা দিতে পারেন উদ্দীপক আর সাড়া অনুসারে; তাই তাঁদের সংজ্ঞার মধ্যে মিলের থেকে অমিলই বেশি থাকবে। তাই ওই অমিল দেখে বিভ্রান্ত হলে চলবে না।

জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলো অর্থবিজ্ঞানীকে নানারকম অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সহায়তা করতে পারে, তবে অর্থবিজ্ঞানকে অন্যান্য জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার কোনো দরকার নেই। আসলেই অর্থবিজ্ঞান যখন জ্ঞানের অন্যান্য শাখার ওপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে স্বনির্ভর হয়ে ওঠে তখনই অনেক সমস্যা কমে যায়। লিচের [১৯৭৪ : ৪] একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে; তিনি বলেছেন, 'কোনো স্বায়ত্বশাসিত বিদ্যার সূচনা ঘটে প্রশ্ন করে, উত্তর দিয়ে নয়।' অর্থবিজ্ঞানের লক্ষ্যই হচ্ছে অর্থের সংজ্ঞা দেয়া বা সুশৃঙ্খলভাবে অর্থের প্রকৃতি নির্দেশ করা; তাই বিষয়টি আলোচনার আগেই অর্থের কোনো সংজ্ঞা আমরা চাইতে পারি না। যদি চাই তাহলে আমরা বাধ্য হবো অর্থবিজ্ঞানের বাইরের নানা ব্যাপার আলোচনা করতে এবং বারবার বিভ্রান্ত হতে। তাই অর্থবিজ্ঞানের আলোচনা হতে হবে

অর্থবিজ্ঞানের রীতিতেই, অন্য কোনো জ্ঞানের রীতিতে নয়; যদিও জ্ঞানের অন্যান্য শাখা আমাদের সাহায্য করতে পারে।

### ১.৩ দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও অর্থ

দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানীরা অর্থের প্রতি সবসময়ই আকর্ষণ বোধ করেন, এবং অর্থকে একটি বিতর্কিত 'সমস্যা' বলে গণ্য করে থাকেন [ দ্র. লায়ন্স ১৯৬৮, ১৯৭৪ : ৪০১]। সবকিছুর অর্থ জিজ্ঞেস করলে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়, খুব চেনাজানা জিনিশও সমস্যা সৃষ্টি করে। যেজন 'কাক' আমরা সবাই চিনি, কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় 'কাক'-এর অর্থ কী ? তখন সমস্যা দেখা দেয়। এ প্রশ্নে বিশেষ কোনো কাককে নির্দেশ করা হয় নি। তাহলে কি এটি সে-সব পাখির শ্রেণিকে বোঝাচ্ছে, যেগুলোকে আমরা কাক বলে থাকি ? পৃথিবীরে সব কাক নানাভাবে ভিন্ন; আমরা কেউ পৃথিবীর সব কাক দেখি নি, তবে আমরা সবাই মনে করি আমরা কাক-এর অর্থ কী, তা জানি; এবং কাক দেখলেই আমরা চিনতে পারি যে পাখিটি কাক, যদিও ওই কাকটি আগে কখনো দেখিনি। কাকের কি এমন কোনো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা কাককে অন্য পাখিদের থেকে পৃথক করে রাখে ? এখানেই শুরু, হয়ে যায় দার্শনিক বিতর্ক। এ-বিতর্ক প্লাতোর কাল থেকে করে এসেছেন 'নামবাদী' ও 'বাস্তবতাবাদী'রা। বাস্তবতাবাদীরা মনে করেন যে-সব জিনিসকে আমরা একই নামে ডাকি, সেগুলোর রয়েছে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যার সাহায্যে আমরা এগুলোকে একই জিনিশ বলে শনাক্ত করি। তাঁদের মতে কাকের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলেই ওগুলোকে আমরা কাক বলি। নামবাদীরা এটা স্বীকার করেন না। নামবাদীরা মনে করেন যে-সব জিনিশকে আমরা একই নামে ডাকি, সেগুলোর মধ্যে নাম ছাড়া আর কোনো মিল নেই। কাককে যে আমরা কাক বলি, নামবাদীরা বলবেন এটি একটি প্রথামাত্র।

তবে কাকের অর্থের থেকে অনেক বেশি জটিল ও সমস্যার জিনিস আরো অনেক রয়েছে। বইয়ের অর্থের কথাই ধরা যাক। বই বলতে আমরা কী বুঝি ? নানা আকার, রঙ ও রূপের বই রয়েছে চারপাশে, আবার রয়েছে বই সম্পর্কে আমাদের বিমূর্ত ধারণা। একটি বই দেখিয়ে আমরা বলতে পারি 'এটি বই'। দেখে দেখে আমরা বই চিনতে পারি। যদি বলি 'কলমটি এ-বইটির ভেতরে পেয়েছি', তখন বই একটি বাস্তব জিনিস, পৃষ্ঠার সমষ্টি; কিন্তু যদি বলি, 'ভাবনাটি এ-বইটিতে পেয়েছি': তখন বই হয়ে ওঠে বিমূর্ত জিনিস। তবে সমস্ত বাস্তব বইয়ের মধ্যে রূপগত মিল রয়েছে, আমরা বইয়ের কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করতে পারি। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিমূর্ত কোনো ব্যাপারে এটি সম্ভব হয়ে ওঠে না। কয়েকটি শব্দ উদাহরণ হিশেবে নেয়া যেতে পারে [দ্র. লায়ন্স ১৯৬৮, ১৯৭৪ : ৪০১] সত্য,

সৌন্দর্য, পবিত্রতা। যে সমস্ত জিনিসকে আমরা 'সুন্দর' বা 'পবিত্র' বলে নির্দেশ করি, সেগুলোর কি কোনো সাধারণ গুণ রয়েছে ? থাকলে তা আমরা সনাক্ত আর বর্ণনা করবো কীভাবে ? আমরা কি কখনো যে এ-শব্দগুলো সম্বন্ধে বাংলাভাষীরা নিজেদের মনে বিশেষ বিশেষ 'ধারণা' বা 'ভাব' পোষণ করি, আর ওই 'ধারণা' বা 'ভাব'ই হচ্ছে শব্দগুলোর অর্থ ? এমন কথা বললে আবার পড়তে হবে দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক বিতর্কে, কেননা তাঁরা অর্থাৎ দার্শনিক বা মনোবিজ্ঞানীদের অনেকেই 'ধারণা' আর 'মন'-এর অস্তিত্বেই বিশ্বাস করেন না।

### ১.৪ অর্থবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান ও বিজ্ঞান

অর্থবিজ্ঞান ভাষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব যেমন ভাষাবিজ্ঞানের একেকটি অংশ, তেমনি অর্থবিজ্ঞানও একটি অংশ। ভাষাবিজ্ঞানে বা ব্যাকরণে অর্থবিজ্ঞানের অবস্থানটি কোথায় ? সাংগঠনিক ও রূপান্তরমূলক ব্যাকরণবিদেরা অসচেতন বা সচেতনভাবে এমন এক ব্যাকরণ কাঠামোর কথা ভাবেন যাতে একধারে থাকে ধ্বনিতত্ত্ব, আর বিপরীত ধারে থাকে অর্থবিজ্ঞান, এ-দুয়ের মাঝখানে থাকে ব্যাকরণ বা রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব। ভাষাবিজ্ঞান হচ্ছে ভাষার বৈজ্ঞানিক বিদ্যা। বৈজ্ঞানিক বিদ্যাকে হতে হয় উপাত্তনির্ভর, পর্যবেক্ষণসম্ভব; তার সিদ্ধান্তগুলোকে পরখ করার উপায়ও তার থাকতে হয়। এটা ধ্বনিতত্ত্বে সহজেই করা যায়; কেননা কী ঘটছে তা আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি, কেউ কথা বললে আমরা শুনতে পাই। কথা বলার সময় বাকপ্রত্যঙ্গগুলো কীভাবে কাজ করে, তা আমরা যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারি এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রতিটি ধ্বনির বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করতে পারি। কিন্তু অর্থবিজ্ঞানে এটা সম্ভব নয়। অর্থ আমরা দেখতে পাই না, শুনতে পাই না, পরিমাপ করতে পারি না; তাই অর্থবিজ্ঞানে 'বৈজ্ঞানিক' আর 'উপাত্ত নির্ভর বা পর্যবেক্ষণ সম্ভব' বলতে কী বোঝায়, তা বেশ বিতর্কের বিষয়।

তাছাড়া অর্থ সবসময় একই রকম থাকে না, অর্থ সবসময় সুস্থির নয়। অর্থ অনেক সময় নির্ভর করে বক্তা, শ্রোতা আর পরিস্থিতির ওপর। তবে ভাষাবিজ্ঞান যদি বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যা হয়, তবে তার পক্ষে বিশেষের ওপর জোর দেয়া সম্ভব নয়, তাকে জোর দিতে হবে নির্বিশেষের বা সাধারণীকরণের ওপর। তাই কোনো ভাষিক সংশ্রয় ও বক্তাশ্রোতারা সেটি যেভাবে প্রয়োগ করে, তার মধ্যে পার্থক্য করা দরকার হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে দেখা যায় যে বক্তাশ্রোতারা তাদের ভাষার নিয়ম থেকে বিচ্যুত হচ্ছে, নানা ভুল করছে; খুব চমৎকার বাংলা জানেন এমন ব্যক্তিও কোনো ধ্বনি উচ্চারণ করতে গিয়ে ভুল ধ্বনি উচ্চারণ করতে পারেন, ভুল বাক্য গঠন করতে পারেন। শারীরিক-মানসিক পরিস্থিতির কারণে এমন ঘটতে

পারে। তাই একটি আদর্শ ভাষিক সংশ্রয় ও তার বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য করা দরকার। চোমস্কি *Aspects of the Theoryof Syntax* [১৯৬৫ : ৪] বইতে একে Competence (ভাষাবোধ) ও Performance (ভাষা প্রয়োগ)-এর পার্থক্য হিসেবে নির্দেশ করেছেন [দ্র. হুমায়ুন আজাদ ১৯৮৪ : ১৪৭-১৫২]।

অর্থবিজ্ঞানেও এমন পার্থক্য করা দরকার। অর্থবিজ্ঞান একান্ত ব্যক্তিগত বা বাতিকগ্রস্ত অর্থ নিয়ে ব্যস্ত হতে পারে না। একান্ত ব্যক্তিগত বা বাতিকগ্রস্ত অর্থ সম্পর্কে আলোচনার সময় অর্থবিজ্ঞানীরা সাধারণত লুইস ক্যারোলের *Through the Looing Glass* (১৮৭২) বইয়ের হামটি ডামটির বাতিকগ্রস্ত উক্তি উদ্ধৃত করেন। তার উক্তি :

> 'When I use a sord,' Humpty Dumpty said in a rather scornful tone, 'it means what I choose it to mean—neither more nor less.'
> 'আমি যখন কোনো শব্দ ব্যবহার করি,' হামটি ডামটি অনেকটা তিরস্কারের স্বরে বললো, 'এটি তা-ই বোঝায় এটি দিয়ে আমি যা বোঝাতে চাই—বেশিও নয় কমও নয়।'

হামটি ডামটির মতো যদি সবাই নিজের অর্থে শব্দ প্রয়োগ করতে থাকে, তাহলে ভাষিক যোগাযোগের বদলে সৃষ্টি হবে ভাষিক-নৈরাজ্য। কোনো বিশেষ ব্যক্তি কেন এবং কীভাবে স্বাভাবিক অর্থ থেকে বিচ্যুত হয়, তা আমরা বিবেচনা করতে পারি, তা অর্থবিজ্ঞানের বিকাশে সাহায্যও করতে পারে; তবে কোনো বিশেষ ব্যক্তির অর্থ অর্থবিজ্ঞানের বিষয় নয়। এটা সাহিত্যালোচনার বিষয়; কোনো কবি একান্ত ব্যক্তিগত অর্থ প্রকাশ করতে পারেন কোনো শব্দে, তাতে অভিনব সৌন্দর্য সৃষ্টি হতে পারে। মনোবিজ্ঞানেরও এটা আকর্ষণীয় বিষয়; কোনো ব্যক্তি অন্যদের মতো স্বাভাবিক অর্থে তার ভাষা ব্যবহার নাও করতে পারে, তখন মনোবিজ্ঞান এর কারণ বের করে তার চিকিৎসা করতে পারে। অর্থবিজ্ঞানীর কাজ ভাষার স্বাভাবিক অর্থ উদঘাটনের জন্যে অর্থবিজ্ঞান কাঠামো বের করা।

অর্থবিজ্ঞানের বিষয়, আমরা আগেই বলেছি, সরাসরি পর্যবেক্ষণসম্ভব নয়; তাহলে অর্থবিজ্ঞান কী করে বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠবে ? অর্থবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানসম্মত হয়ে উঠতে হলে প্রণয়ন করতে হবে সুশৃঙ্খল ও সুস্পষ্ট তত্ত্ব। তারপর এ-তত্ত্বকে পরখ করতে হবে বস্তুনিষ্ঠ উপাত্ত দিয়ে; আর এ-তত্ত্বকে সমস্ত উপাত্ত ব্যাখ্যার শক্তিসম্পন্ন করে তুলতে হবে, যদিও সমস্ত উপাত্ত ব্যাখ্যা করা কোনো তত্ত্বের পক্ষে বেশ কঠিন হবে। কিন্তু কোনো যোগ্যতাসম্পন্ন তত্ত্বকে অবশ্যই এ-দায়িত্ব করতে হবে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের একটি বৈশিষ্ট্য সারল্য; এ-তত্ত্বকে সে-সারল্যও অর্জন

করতে হবে। তবে এমন তত্ত্ব আগে যা কেউ প্রস্তাব করতে পারেন নি; এ পর্যন্ত যে সমস্ত আর্থতত্ত্ব প্রস্তাবিত হয়েছে সেগুলো বেশ খণ্ডিত ও সাময়িক। তাই আজো অর্থবিজ্ঞান বিজ্ঞান নয়, এটি এক সম্ভাব্য-বিজ্ঞান [দ্র. লিচ, ১৯৭৪ : ৭০]। সম্ভাব্য-বিজ্ঞান হওয়াও কম কথা নয়, কেননা তা বিজ্ঞানের দিকে এগোচ্ছে।

### ১.৫ সাত রকম অর্থ

জিওফ্রে লিচ তাঁর Semantics [১৯৭৪ : ১১-২৭] বইয়ে সাত রকম অর্থের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, অর্থ বলতে যদি আমরা 'সমস্ত কিছু যা ভাষা দিয়ে জ্ঞাপন করা হয়' বুঝি, তাহলে এমন সমস্যায় পড়ব, যা থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন হবে; তাই তিনি সমস্ত আর্থজটিলতায় না জড়িয়ে 'অর্থ'কে সাতটি উপাদানে বিভক্ত করেছেন। তাঁর সনাক্ত করা সাত রকম অর্থ হচ্ছে :

[ক] ধারণাগত বা যৌক্তিক অর্থ : Conceptual or logical meaning.
[খ] ভাবগত অর্থ বা ভাবার্থ : Connotative meaning.
[গ] শৈলিগত অর্থ : Stylistic meaning.
[ঘ] অনুভূতিগত অর্থ : Affective meaning.
[ঙ] প্রতিফলিত অর্থ : Reflected meaning.
[চ] সহাবস্থানগত অর্থ : Collocative meaning.
[ছ] বক্তব্যগত অর্থ : Thematic meaning.

### ধারণাগত বা যৌক্তিক অর্থ :

একে কখনো নির্দেশমূলক (Denotative) বা বোধগত (Cognitive) অর্থও বলা হয়। ধারণাগত অর্থই ভাষিক যোগাযোগে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে থাকে। কোনো বাক্য বিশ্লেষণের সময় বাক্যটির একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক উপস্থাপন (Phonologition) ও একটি আর্থ উপস্থাপন (Semantic representation) নির্দেশ করতে হয়। বাক্যের ধারণাগত অর্থ নির্দেশের সময়, লিচ [১৯৭৪ : ১৩] দাবি করেন, সৃষ্টি করতে হবে একগুচ্ছ বিমূর্ত প্রতীকের সংগঠন। এ-বিমূর্ত প্রতীকের সংগঠন হচ্ছে বাক্যটির আর্থ উপস্থাপন। এ-উপস্থাপন দেখিয়ে দেবে বাক্যটির অর্থ বোঝার জন্যে আমাদের ঠিক কী জানা দরকার, যদি আমরা অন্যান্য সমস্ত অর্থ থেকে বাক্যটির অর্থকে পৃথক করতে চাই। এ-উপস্থাপন বাক্যের অর্থের সঙ্গে তার ঠিক বাক্যিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক উপস্থাপনের সামঞ্জস্য দেখিয়ে দেবে। ধারণাগত অর্থ ভাষার অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অংশ, যা ছাড়া কোনো ভাষা ভাষা হয়ে উঠতে পারে না।

## ভাবগত অর্থ বা ভাবার্থ

কোনো বাক্য বা উক্তির ধারণাগত অর্থের অতিরিক্ত অর্থই হচ্ছে ভাবগত অর্থ বা ভাবার্থ। 'ডক্টর আজিজ পুরুষ' বাক্যের 'পুরুষ' শব্দটির অর্থ বিবেচনা করা যাক। ধারণাগতভাবে 'পুরুষ' বোঝায় মানুষ, পুংলিঙ্গ, এবং প্রাপ্ত বয়স্ক। এ-তিনটি বৈশিষ্ট্যকে একত্র করে 'পুরুষ'-এর ধারণাগত অর্থ নির্দেশ করা যায় এভাবে : [+মানুষ, + পুংলিঙ্গ, + প্রাপ্ত বয়স্ক]। 'পুরুষ' শব্দের যে-কোনো প্রয়োগের সময় এ-বৈশিষ্ট্য তিনটি উপস্থিত থাকবেই। কিন্তু এর অতিরিক্ত অর্থও কখনো দেখা দিতে পারে। যেমন 'পুরুষ' বলতে 'নির্ভীকতা'র দ্যোতনা কখনো বড়ো হয়ে উঠতে পারে, কখনো বড়ো হয়ে উঠতে পারে 'অসততা' বা 'নিষ্ঠাহীনতা'র দ্যোতনা। 'ডক্টর আজিজ পুরুষ'-বোঝাতে পারে সে নির্ভীক, আবার কোনো পরিস্থিতিতে বোঝাতে পারে যে সৎ নয়, নিষ্ঠাপরায়ণ নয়। ভাব সব সমাজে এবং সব সময়ে এক রকম থাকে না, তার বদলে ঘটে-- আকস্মিক ব্যাপার, অপরিহার্য ব্যাপার নয়।

## শৈলিগত অর্থ

কোনো কোনো উক্তি শুধু ধারণাগত অর্থ আর ভাবার্থ প্রকাশ করে না, সঙ্গে সঙ্গে উক্তিটি প্রয়োগের সামাজিক পরিস্থিতিও জ্ঞাপন করে। সামাজিক পরিস্থিতি জ্ঞাপনই হচ্ছে কোনো উক্তির বা ভাষাংশের শৈলিগত অর্থ। কোনো উক্তিতে ব্যবহৃত হতে পারে আঞ্চলিক শব্দ, উচ্চারণে থাকতে পারে আঞ্চলিক টান; উক্তিতে প্রকাশ পেতে পারে বক্তা ও শ্রোতার সামাজিক সম্পর্ক ও তাদের সামাজিক অবস্থান; উক্তিতে ব্যবহৃত হতে পারে ভাষার মার্জিত রূপ, অন্তরঙ্গ রূপ বা একেবারে কথ্য রূপ। এ সবই ভাষার শৈলিগত অর্থ। ভাষা-ব্যবহারের নিম্নরূপ শৈলিগত বৈচিত্র্য থাকতে পারে [দ্র. লিচ ১৯৭৪ : ১৬-১৭] :

শৈলির আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী-বৈশিষ্ট্য :

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (কোনো বিশেষ ব্যক্তির ভাষা : ডক্টর রহমানের ভাষা, মমতাজ বেগমের ভাষা ইত্যাদি),

উপভাষা ( কোনো অঞ্চলের বা সামাজিক শ্রেণির ভাষা),

কাল (উনিশ শতকি ভাষা, বিশ শতকি ভাষা);

প্রকাশরূপ (Discourse)

(ক) মাধ্যম (কথা, লেখা ইত্যাদি)

(খ) অংশগ্রহণ (স্বগতোক্তি, সংলাপ ইত্যাদি);

শৈলির আপেক্ষিকভাবে অস্থায়ী-বৈশিষ্ট্য :

এলাকা ( বিজ্ঞানের ভাষা, আইনের ভাষা, অর্থনীতির ভাষা, বিজ্ঞাপনের ভাষা ইত্যাদি);

অবস্থা (মার্জিত, শোভন, কথ্য, অপভাষা ইত্যাদি),

রীতি (বিজ্ঞপ্তি, বক্তৃতা, কৌতুকের ভাষা ইত্যাদি),

অনন্যতা (বঙ্কিমের ভাষা, রবীন্দ্রনাথের ভাষা ইত্যাদি)।

ওপরে শৈলিগত বিভিন্নতার যে-তালিকা দেয়া হয়েছে, তাই সব নয়; কোনো ভাষায় আরো অনেক শৈলিগত বিভিন্নতা ঘটতে পারে।

## অনুভূতিগত অর্থ

ভাষা শুধু ধারণাগত অর্থ প্রকাশ করে না, বক্তার ব্যক্তিগত অনুভূতিও প্রকাশ করে থাকে, যাতে প্রকাশ পায় শ্রোতার প্রতি বা যে সম্বন্ধে সে কথা বলছে তার প্রতি তার মনোভাব। একেই বলা হয় অনুভূতিগত অর্থ। অনুভূতিগত অর্থ সাধারণত ধারণাগত অর্থ ও ভাবার্থের সাহায্যেই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়। যখন কেউ শ্রোতাকে উদ্দেশ করে বলে, 'তুমি একটা বদমাশ, তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই,' তখন বক্তার অনুভূতি প্রকাশ পায় স্পষ্টভাবেই, তবে বক্তার অনুভূতি সবসময় এতো স্পষ্ট ও সরাসরি প্রকাশ পায় না, প্রকাশ পায় পরোক্ষভাবে। 'আপনি এখন যান, আমার ভালো লাগছে না' বাক্যে বক্তার মনোভাব স্পষ্ট প্রকাশিত; কিন্তু একে পরোক্ষভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে এভাবে : 'আমি এখন একটু একা থাকতে চাই।' স্বরভঙ্গির সাহায্যেও অনুভূতি প্রকাশ করা হয়। অনুভূতিগত অর্থ অবশ্য অন্য ধরনের অর্থের ওপর নির্ভরশীল; অনুভূতি প্রকাশের জন্যে আমরা সাধারণত ধারণাগত অর্থ, ভাবগত অর্থ, আর শৈলিগত অর্থের সাহায্য নিয়ে থাকি।

## প্রতিফলিত অর্থ

প্রতিফলিত অর্থের উদ্ভব ঘটে একাধিক ধারণাগত অর্থের উপস্থিতি থেকে। যখন কোনো উক্তিতে এমন শব্দ ব্যবহৃত হয়, যার এক অর্থ আমাদের মনে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, আরেক অর্থ ওই প্রতিক্রিয়াকে সরিয়ে দিয়ে সৃষ্টি করে ভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া, তখনই সৃষ্টি হয় প্রতিফলিত অর্থের। যেমন 'গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম' বললে এখন মিলন বোঝানোর সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক মিলনের অর্থও মনে জেগে ওঠে। এখানে একটি অর্থ প্রতিফলিত করছে আরেকটি অর্থকে।

### সহাবস্থানগত অর্থ

বিশেষ বিশেষ শব্দের সঙ্গে সহাবস্থানের ফলে কোনো শব্দ যে-অর্থ অর্জন ও প্রকাশ করে, তাকে বলে সহাবস্থানগত অর্থ। 'সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদ' বা 'ভণ্ড পীর' পদ দুটিতে 'সুবিধাবাদী' ও 'ভণ্ড' যথাক্রমে 'রাজনীতিবিদ' ও 'পীর' এর সঙ্গে সহাবস্থান করতে করতে এমন অর্থ অর্জন করেছে যে শব্দ দুটি উচ্চারণ করলেই 'রাজনীতিবিদ'; ও 'পীর'-এর কথা মনে আসে। এ-উদাহরণ দুটিতে পাচ্ছি সহাবস্থানগত অর্থের পরিচয়।

### অনুষঙ্গগত অর্থ

অনুভূতিগত অর্থ, শৈলিগত অর্থ, প্রতিফলিত অর্থ ও সহাবস্থানগত অর্থের বেশ মিল রয়েছে ভাবগত অর্থের সঙ্গে, ধারণাগত অর্থের সঙ্গে এসব অর্থের মিলের পরিমাণ কম। এসব অর্থের স্বভাব হচ্ছে যে এগুলো সুস্থির অর্থ প্রকাশ করে না, এগুলোকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। লিচ [১৯৭৪ : ২১] এগুলোকে একটি নামে চিহ্নিত করেছেন, এগুলোকে একত্রে বলেছেন অনুষঙ্গগত অর্থ। বিভিন্ন ঘটনা বা অভিজ্ঞতা আমাদের মনে নানাভাবে দাগ কাটে, এ সব অর্থে প্রকাশ পায় ওই সব ঘটনা ও অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গগত ভাব।

### বক্তব্যগত অর্থ

বক্তা বা লেখক যেভাবে তার বক্তব্য বিন্যস্ত করেন, সে-বিন্যাসের ফলে যে অর্থ প্রকাশ পায়, তাই হচ্ছে বক্তব্যগত অর্থ। তিনি বাক্যে তাঁর বক্তব্য অনুসারে শব্দের ক্রম বদলাতে পারেন, যে-বিষয়ের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে চান তা বাক্যের শুরুতে নিয়ে আসতে পারেন, বিশেষ শব্দের ওপর জোর দিতে পারেন। ইংরেজি ভাষায় দেখা যায় কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্য বাক্যের ধারণাগত অর্থ এক হওয়া সত্ত্বেও বক্তব্যগত অর্থের ভিন্নতা ঘটে। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' আর 'তোমাকে আমি ভালোবাসি' বাক্য দুটির ধারণাগত অর্থ এক হওয়া সত্ত্বেও বক্তব্যগত অর্থের ভিন্নতা রয়েছে। প্রথম বাক্যে বক্তা নিজের ওপর বেশি জোর দিয়েছে, দ্বিতীয় বাক্যে বেশি জোর দিয়েছে শ্রোতার ওপর; এবং বক্তব্যগত অর্থ বদলে গেছে। বক্তব্যগত অর্থ হচ্ছে বিকল্প বাক্যসংগঠনের মধ্যে বিশেষ একটিকে বেছে নেয়ার ব্যাপার।

লিচ সাত রকম অর্থের কথা বললেও ভাষায় যে সাত রকম অর্থই রয়েছে, তা নয়। আমরা আরো নানা ধরনের অর্থ খুঁজে বের করতে পারি। তিনি আরো দু-

রকম অর্থের কথা তুলেছেন; একটি হচ্ছে অভিপ্রেত অর্থ (Intended meaning). অন্যটি উপলব্ধিকৃত অর্থ (Interpreted meaning)। বক্তা যখন কিছু বলতে থাকেন, তখন তিনি যে-বক্তব্য প্রকাশ করতে চান, তা-ই হচ্ছে অভিপ্রেত অর্থ; শ্রোতা তা-শুনে যে অর্থ উপলব্ধি করেন তা হচ্ছে উপলব্ধিকৃত অর্থ। দুজনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে; বক্তা এক অর্থে কোনো বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন, শ্রোতা তা ভুলভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। তবে অর্থবিজ্ঞানের কাজ ভুল বোঝাবুঝি ব্যাখ্যা করা নয়; তার মূল কাজ কোনো উক্তি যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তার অর্থ উদঘাটন করা।

## ১.৬ অর্থবিজ্ঞান ও সমাজ : ভাষার পাঁচরকম ভূমিকা

মানুষ ভাষা ব্যবহার করে এবং ভাষাকে ব্যবহার করে বিচিত্রভাবে। কতো রকমে মানুষ ভাষা ব্যবহার করে, তার তালিকা আজো কেউ করে উঠতে পারেন নি। মানুষের ভাষা ব্যবহার যান্ত্রিক নয়, ভাষাবোধও যান্ত্রিক নয়। মানুষে মানুষে দেখা দেয় বিচিত্র রকমের বিরোধ, আবেগের চাপ; আর এতে ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ওপরের পরিচ্ছেদাংশে আমরা দেখেছি ভাষিক যোগাযোগে ধারণাগত অর্থই প্রধান; তবে বাস্তব জীবনে এমন সব পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে যেখানে ধারণাগত অর্থ সম্পূর্ণ গৌণ হয়ে উঠতে পারে। এখন আমরা দেখতে চাই বিভিন্ন সামাজিক প্রয়োজনে আমরা কীভাবে আমাদের অর্থবোধকে ব্যবহার করি।

ভাষার প্রধান কাজ সংবাদ জ্ঞাপন। বক্তা কথা বলার সময় একরাশ সংবাদ জ্ঞাপন করে, যা গ্রহণ করে শ্রোতা; এটি ভাষার সংবাদজ্ঞাপক ভূমিকা। তবে সংবাদজ্ঞাপক ভূমিকা ছাড়াও ভাষার রয়েছে অভিব্যক্তিজ্ঞাপক ভূমিকা : ভাষার সাহায্যে বক্তা অনুভূতি, আবেগ, মনোভাব প্রকাশ করে থাকে। যখন সংবাদ-জ্ঞাপনই হয় ভাষার প্রধান কাজ তখন ধারণাগত অর্থ প্রধান হয়ে থাকে। কিন্তু যখন অভিব্যক্তি জ্ঞাপন ভাষার প্রধান কাজ হয় তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে অনুভূতিগত অর্থ। ভাষার আরেকটি ভূমিকা হচ্ছে নিয়ন্ত্রক ভূমিকা, যার সাহায্যে আমরা অন্যদের ক্রিয়াকলাপও আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই। নিয়ন্ত্রক ভূমিকার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় আদেশ ও অনুরোধে। আদেশ ও অনুরোধে দেখা যাবে ধারণাগত অর্থের থেকে বড়ো হয়ে উঠেছে অন্য ধরনের অর্থ, বিশেষ করে অনুভূতিগত ও ভাবগত অর্থ।

সাধারণত মনে করা হয় যে কবিতায় ভাষার অভিব্যক্তিজ্ঞাপক ভূমিকা প্রবল হয়ে ওঠে; তবে তা ঠিক নয়, কবিতায় প্রবল হয়ে ওঠে ভাষার নান্দনিক ভূমিকা। শুধু ভাষিক সৌন্দর্যের জন্যে ভাষা ব্যবহারকে বলতে পারি ভাষার নান্দনিক ভূমিকা। কবিতায় ভাষার সব ধরনের অর্থ একত্রে প্রকাশ পায় বলে কবিতার

ভাষাকে সাধারণ ভাষা থেকে ভিন্ন মনে হয়। ভাষার আরেকটি ভূমিকা হচ্ছে সামাজিকতার ভূমিকা। সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করার জন্যে আমরা যে-ভাবে ভাষা ব্যবহার করি—সালাম দিই; জানতে চাই কেমন আছে— এই হচ্ছে ভাষার সামাজিকতার ভূমিকা। সামাজিকতার ভাষায় অর্থ তুচ্ছ, বড়ো হচ্ছে ভাষার সাহায্যে সামাজিকতা করা, সামাজিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা।

ভাষা দিয়ে যে আমরা মাত্র পাঁচ ধরনের কাজই করি, ভাষা শুধু যে উল্লিখিত পাঁচ রকম ভূমিকাই পালন করে, এর বেশি ভূমিকা পালন করে না, তা নয়। ভাষার অভিব্যক্তিগত ও নিয়ন্ত্রক ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য করাও সব সময় সহজ নয়। কোনো উক্তি একই সঙ্গে একাধিক ভূমিকা পালন করতে পারে। ভাষার অভিব্যক্তিগত, নিয়ন্ত্রক আর সামাজিকতার ভূমিকা বিশেষভাবে সম্পর্কিত ভাষার সামাজিক ভূমিকা পালনের সঙ্গে॥

## গ্রন্থপঞ্জি


Leech, Geoffrey. 1974 — *Semantics.* Penguin Books.

Lyons, Jonh 1968, 1974 — *Introduction to Theoretical Linguistics.* Cambridge University Press.

Palmer, F. R 1976, 1986 — *Semantics.* (2nd edition). Cambridge University Press.

Ullmann, Stephen — *The Principles of Semantics.* Blackwell.

হুমায়ুন আজাদ ১৯৮৪ — *বাক্যতত্ত্ব।* ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

১৯৮৮ — *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান।* ঢাকা : বাংলা একাডেমী।